গাংনীর ধলাক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে গাংনীর ধলা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে ধলা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

ধলা ক্যাম্পের এস আই আসাদুজ্জামান সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কাথুলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি গোলজার হোসেন, সেক্রেটারি মোজাম্মেল হোসেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করেন। যা ধলা ক্যাম্পের এস আই আসাদুজ্জামান কে প্রধান করে জাহিদ হোসেন এ এস আই, আক্কাস আলী নায়েক, রাজু আহম্মেদ কনস্টেবল, কাওছার আলী কনস্টেবল, শুকুর আলী কনস্টেবল কে কমিটি নিযুক্ত করেন।

এবং গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান বিট পুলিশিং কি এবং কেন এই বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করা হলো তা বিস্তারিত জানান।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা জানান বিট পুলিশিং এখন জনগনের বাড়ি বাড়ি যেয়ে পুলিশের সেবা নিশ্চিত করবেন। এবং আমরা সকলেই কৃষি পরিবারের সন্তান তাই আমাদের ছোট খাটো সমস্যা নিয়েও এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে থানায় যেতে হতো এখন থেকে আমাদের যাতেকরে ছোট খাটো এই সমস্যা নিয়ে থানায় যেতে না হয় তার জন্য এই বিট পুলিশিং এর ব্যাবস্থা করেছেন।

এ বিষয়ে ধলা ক্যাম্পের এস আই জানান আমরা আপনাদের পাশে সবসময় তবে আপনাদেরও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিট পুলিশিং সম্পর্কে

অচিরেই মুজিবনগর কে মাদক মুক্ত ঘোষনা করব- ওসি হাসেম

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের রতনপুরে বিট পুলিশিং কার্যকমের উদ্ভোধন করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর নির্দেশে আজ শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মুজিবনগরের রতনপুর আইসি ক্যাম্প প্রাঙ্গনে রতনপুর বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে উপস্থিত জনগনের সামনে মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাশেম বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করেছেন। তাই মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনে নির্দেশে মুজিবনগর উপজেলাকে মাদকমুক্ত করতে মুজিবনগর পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, হয় মাদক ছাড়তে হবে না হয় এলাকা ছাড়তে হবে, না হয় জেলে যেতে হবে মাদক ব্যবস্যায়ী, মাদক সেবন কারিদের মুজিবনগর উপজেলায় কোন স্থান হবে না।

তিনি আরো বলেন, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ চুরি ডাকাতি সহ সব ধরনের অপরাধ দমনে এবং জনগণের জানমাল রক্ষার্থে মুজিবনগর থানা পুলিশ দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে, পুলিশের নিজস্ব সোর্স আছে কিন্তু পুলিশের সব থেকে বড় সোর্স হলো মুজিবনগর উপজেলার সাধারন জনগণ।

জনগণের সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করেই পুলিশ কাজ করে যাবে। আপনাদের এলাকার যে কোন মাদক ব্যবসায়ী, মাদক সেবনকারি, সন্ত্রাসি, চাঁদাবাজ, জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সঠিক তথ্য পুলিশকে দেবেন মুজিবনগর থানা পুলিশ সব সময় আপনাদের সাথে আছে।

তিনি বলেন, আপনাদের সহযোগীতা পেলে মেহেরপুর জেলার মধ্যে আমরাই সর্বপ্রথম মুজিবনগর উপজেলাকে মাদকমুক্ত করবো ইনশাল্লাহ।

বিট পুলিশিং এর বিষয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, একটা এলাকা নিয়ে একটি থানা গঠিত হয়। সাধারন জনগণকে যে কোন ধরনের সেবা নিতে কষ্ট করে থানায় যেতে হয়। আর যেন কাউকে থানায় যেতে না হয় তাই সকলের দার গোড়ায় পুলিশি সেবা পৌছে দিতে আমরা উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে বিট পুলিশিং এর গঠন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, প্রত্যেকটি বিটে এক জন এসআই একজন এএসআই এবং দুজন কনষ্টেবল আপনাদের সেবাই নিয়জিত থাকবে পুলিশ সব সময় সাধারন জনগণের পাশে রয়েছে আগামীতেও থাকবে।

রতনপুর বিট পুলিশিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর টুরিষ্ট পুলিশের এস আই রেজাউল করিম, রতনপুর আইসি ক্যাম্প এর ইনচার্য এস আই আজম বিশ্বাস, উপস্থিত থেকে ও বক্তব্য রাখেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউপি যুবলীগের সভাপতি আজিজুর রহমান মুংলা, সাধারণ সম্পাদক বাবুল মল্লিক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ফেরদৌস আলী মেন্তা, সংকর বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন, বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক মোবারক হোসেন।

পরে মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) আব্দুল হাশেম ফিতা কেটে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করে।

উল্যেখ্য, মুজিবনগর উপজেলার চার ইউনিয়েনে মোট ৫ টি বিট পুলিশিং অফিস চালু করা হবে।

যার মধ্যে দারিয়াপুর, মোনাখালি ও মহাজনপুরে ৩ টি বিট পুলিশিং কার্যকমের এর উদ্বোধন করা হয়েছে, আজ শনিবার বাগোয়ান ইউনিয়নের রতনপুর বিট পুলিশিং এর উদ্ভোধন করা হল।

[redacted]

[redacted]

ফেসবুকের নতুন ডিজাইন সামনের মাস থেকে বাধ্যতামূলক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মাধ্যম ফেসবুক আর মাত্র ১০ দিন পর থেকে তাদের ‘ক্ল্যাসিক‘ সংস্করণের নকশা পুরোপুরি সরিয়ে নিচ্ছে। ফেসবুকের সাপোর্ট পেজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সেপ্টেম্বরে সব ডেস্কটপ ব্যবহারকারীকেই আপডেটেড লুকে যেতে হবে। এতদিন ইচ্ছা করলেই পুরোনো ডিজাইন ব্যবহার করা যাচ্ছিল।

নতুন ডিজাইনে গ্রুপ, পাবলিক এবং প্রাইভেট স্পেসের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মার্কেটপ্লেস এবং গেমিং সেকশনেও বড় পরিবর্তন এসেছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বলছে, ব্যবহারকারীকে আরও উন্নত অভিজ্ঞতা দিতে তারা ক্ল্যাসিক সংস্করণকে বিদায় জানাচ্ছে। নতুন সংস্করণে ফেসবুক দ্রুত লোড হবে এবং ডার্ক মোড ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। এতে ব্যবহারকারীর চোখের ওপর চাপ পড়বে কম।

উল্লেখ্য, গত মে মাস থেকে চালু হওয়া নতুন ডিজাইন এতদিন ‘ডিফল্ট’ ছিল। এর আগে, মার্ক জাকারবার্গ এক বছর আগে এফ৮ ডেভেলপার কনফারেন্সে নতুন ডিজাইনের ঘোষণা দেন। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া।

এক বছর মাংস না খেলে কেমন হবে শারীরিক অবস্থা!

প্রতিদিন না হলেও কারও কারও সপ্তাহে তিন-চার দিন মাছ-মাংস ডায়ের্ট চার্টে থাকে। তবে কখনও যদি কেউ টানা একবছর মাংস না খায় তাহলে কী হতে পারে তা কি কখনও ভেবেছেন? চলুন আজ জেনে নিব যদি টানা একবছর কেউ মাংস না খায় তবে তার শারীরিক অবস্থা কেমন হবে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি এক বছর মাংস না খেয়ে শুধু ভাত-ডাল শাকসবজি, ফলমূলের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা যায়, তবে অন্তত ওজন গড়ে দশপাউন্ড করে কমে যাবে।

কোলেস্টেরল, রক্তচাপ, হৃদরোগের সম্ভাবনা অনেক নিয়ন্ত্রণে থাকবে। দেখা যাচ্ছে শাকাহারিদের মধ্যে এই রোগের সম্ভাবনা অনেক কম। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কয়েক গুণ কমবে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হু এর একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর প্রসেসড মিট। যারা বেকন, সসেজ, সালামিতে ডুবে রয়েছেন তাদের ডায়াবিটিস, ক্যানসার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কাজেই মাংস থেকে দূরে থাকলে এই ভয়গুলো থেকেও মুক্তি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা, ফিরলেন সরফরাজ

পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলে আবারও জায়গা করে নিলেন সরফরাজ আহমেদ। গত বছর পাকিস্তান দলে নিজের নেতৃত্ব হারানোর পর প্রথমবার টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেলেন তিনি। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘোষিত ১৭ সদস্যের এই দলে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছেন মোহাম্মদ হাফিজ ও শোয়েব মালিক।

অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডারদের গত জানুয়ারিতে দেশের মাটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ডাকা হয়েছিল।

ইংলিশদের বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজের দলের বাইরে থেকে এই দলে নেওয়া হয়েছে হায়দার আলী, হারিস রউফ ও ওহাব রিয়াজকে। দলে ফিরলেন ওপেনার ফখর জামান। তবে ঘরোয়া লিগ পিএসএলে বাবর আজম ও শাদাব খানের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী শান মাসুদ বাদ পড়েছেন।

সিরিজের তিনটি ম্যাচই ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে ২৮ আগস্ট প্রথম টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়াবে।

পাকিস্তান টি-টোয়েন্টির দল:
বাবর আজম (অধিনায়ক), ফখর জামান, হায়দার আলি, হারিস রউফ, ইফতিখার আহমেদ, ইমাদ ওয়াসিম, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ হাফিজ, মোহাম্মদ

হাসনাইন, মোহাম্মদ রিজওয়ান, মোহাম্মদ আমির, নাসিম শাহ, সরফরাজ আহমেদ, শাদাব খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি, শোয়েব মালিক ও ওয়াহাব রিয়াজ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস গড়লেন রশিদ খান

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বর্তমান সময়ে অন্যতম সেরা স্পিনার রশিদ খান। করোনা বিরতিও তার ঘূর্ণিকে দমাতে পারেনি। বরং কয়েক মাস পর ক্রিকেটে ফিরেই দুটি অসাধারণ রেকর্ডে নাম লেখালেন এই আফগান স্পিনার।

বৃহস্পতিবার ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) সেন্ট লুসিয়া জুকসের স্বদেশী অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবীকে আউট করে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বয়সে এবং সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে ৩০০ উইকেটের রেকর্ড গড়েছেন রশিদ খান।

রশিদ খানের রেকর্ড গড়ার ম্যাচটি অবশ্য জিততে পারেনি তার দল বার্বাডোজ ট্রাইডেন্ট। আসরের পঞ্চম ম্যাচটি বৃষ্টি আইনে ৭ উইকেটে জিতে নিয়েছে সেন্ট লুসিয়া জুকস। শুরুতে ব্যাট করে ট্রাইডেন্ট ৭ উইকেটে ১৩১ রান তুলেছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে সেন্ট লুসিয়া জুকসের সামনে লক্ষ্য কমে দাঁড়ায় ৫ ওভারে ৪৭ রান। জবাব দিতে নেমে রাখিম কর্নওয়েল, আন্দ্রে ফ্লেচার এবং মোহাম্মদ নবীর ঝড়ো ব্যাটিংয়ে ৪.১ ওভারেই জিতে যায় সেন্ট লুসিয়া জুকস।

ম্যাচ হালেও মাত্র ২১ বছর ৩৩৫ দিন বয়সী রশিদ এদিন টি-টোয়েন্টিতে নিজের ৩০০তম উইকেটের দেখা পেয়েছেন। এই রেকর্ড তিনি গড়েছেন সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে। টি-টোয়েন্টিতে ৩০০ উইকেটের দেখা পেতে তিনি খেলেছেন ২১৩ ম্যাচ। এত কম ম্যাচে ৩০০ উইকেট প্রাপ্তির কীর্তি নেই আর কোনো বোলারের।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

নতুন দল গড়বেন ভিপি নুর, স্লোগান ‘জনতার অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর রাজনৈতিক দল গড়বেন বলে জানিয়েছেন। দলের স্লোগান হবে ‘জনতার অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’। এছাড়া এ দলের হয়ে তিনি ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। শুক্রবার রাতে সাংবাদিকদের কে নুর এসব তথ্য জানান।

এ সময় তিনি বলেন, আমাদের নেতাকর্মীদের মধ্যে এটা (নির্বাচন) নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। সেখানে অনেকেই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

নির্বাচনে অংশ নিতে আপনার ইচ্ছে আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে নুরুল হক নুর বলেন, আমরা আন্দোলন করছি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। আমি মনে করি, জনগণ দীর্ঘদিন থেকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থার পরিত্রাণের জন্য নির্বাচনের দরকার এবং ভোট কেন্দ্র থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে। জনগণকে যদি ভোট কেন্দ্রে নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য একটি বিপ্লব বা প্রতিরোধ ঘটানো যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, আমরা যদি নির্বাচনে অংশ নেই তাহলে লক্ষ্য একটাই হবে, জনগণের এই ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, ভোটকেন্দ্র থেকে জনগণের প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই ভাবনা থেকেই আমরা চিন্তা করছি যে ঢাকার দুটি আসন (ঢাকা-৫ ও ঢাকা-১৮) থেকে নির্বাচেন অংশ নেওয়া।

আপনি কোন আসন থেকে নির্বাচন করতে চান এমন প্রশ্নের জবাবে ভিপি নুর বলেন, যেহেতু এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি, যদি অংশ নেই সেক্ষেত্রে – আমি উত্তরাতে দীর্ঘসময় থেকেছি। ওই অঞ্চলে আমার পরিচিতিও আছে, সেই দিক থেকে যদি নির্বাচনে অংশ নেই সেটা ঢাকা-১৮

থেকে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন ছিলেন ঢাকা-১৮ আসনের সাংসদ। তিনি জ্বর, অ্যালার্জিসহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৯ জুলাই রাতে থাইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে মারা গেলে আসনটি শূন্য হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীতে আলোচিত ১৫ লাখ টাকার সুরাহা হয়নি সালিশেও

নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুর ইসলামের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের সালিস শুরু হয়েছে ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় থানা চত্তরে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান সহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এ বিচার কাজ (সালিস) শুরু হয়।

এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম,গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার আহসান হাবিব,এস আই আব্দুল হান্নান,সাবেক এমপি মো: মকবুল হোসেনের একান্ত সহকারী সাহিদুজ্জামান শিপু,পৌর কাউন্সিলর মিজানুর রহমান,সাহিদুল ইসলাম,এনামুল হক,শ্রমিক নেতা মনিরুজ্জামান মনি,অভিযোগকারী মৌমিতা খাতুন পলি,তার মা বাবা সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে মৌমিতা খাতুন পলি তার অভিযোগ উপস্থাপনকালে বলেন, গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের সাথে ১৫ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। জামি-জমা বন্ধক রেখে ও ধারদেনা করে চুক্তি মোতাবেক গত ২০১৮ সালের ২৪ জানুয়ারী ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখায় মেয়র আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী জেলা

টাকা নেওয়ার সময় ভুল স্বাক্ষর করতে পারে।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন প্রয়োজনে মোমিনের স্বাক্ষর পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হবে। সবশেষে মোমিন ছুটিতে বাড়িতে আসলে তারপর সালিস বৈঠক আবার বসবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

উল্লেখ্য: বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুর ইসলামের বিরুদ্ধে চাকরীর প্রলোভন দেখিয়ে ১৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শহীদ মিনারে আমরন অনশন শুরু করে শিশিরপাড়া গ্রামের মৌমিতা খাতুন পলি। পরে গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান ও কাউন্সিলর মিজানুর রহমান সহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শুক্রবার সন্ধ্যায় বিষয়টি বসে সুরহা করার আশ্বাস দিলে রাত ১০ টায় অনশন ভেঙ্গে বাড়ি যান।

মেহেরপুরে মানবেতর জীবন কাটছে শিক্ষক-কর্মচারীদের

বন্ধ স্কুল, কবে খুলবে জানা নেই। শিক্ষার্থী নেই, তাই বেতনও নেই শিক্ষকদের। করোনা দুর্যোগের কারণে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কিন্ডারগার্টেন স্কুল বন্ধ থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন মেহেরপুর জেলার ৮ শতাধিক শিক্ষক কর্মচারী। এসব শিক্ষক কর্মচারীদের পরিবারে চলছে নীরব দুর্ভিক্ষ।

শিক্ষার্থীদের বেতনের টাকায় চলা এসব শিক্ষকদের সহায়তায় কেউ এগিয়ে না আসায় পরিবার পরিজন নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন তারা। ফলে তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। সরকারী সহায়তা বলতে পেয়েছেন এ পর্যন্ত ১০ কেজি চাল।

মেহেরপুর জেলা কিন্ডারগার্টেন স্কুল সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম জানান, জেলায় সমিতি ভুক্ত ৬০ স্কুল রয়েছে এছাড়া সমিতির বাইরেও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্টান রয়েছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের বেতনের টাকায় পরিচালিত হয়। সেই টাকায় শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। সামান্য বেতন ভাতা দিয়ে চলতো

শিক্ষকদের জীবন যাপন।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের বেতন বন্ধ রয়েছে। ফলে কোনোদিক দিয়েও তারা উপার্জন করতে পারছে না। চক্ষু লজ্জার ভয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিতেও পারছেন না। পারছেন না মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে। সব মিলিয়ে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে গাংনীর কয়েকজন শিক্ষক বলেন, কেজি স্কুলের শিক্ষকতা আর প্রাইভেট পড়িয়ে কোনোরকম পরিবার নিয়ে চলতাম। করোনার কারনে স্কুল বন্ধ বেতন ভাতা ও প্রাইভেট পড়ানোও বন্ধ একারনে পরিবার পরিজন নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছি। পেটে ভাত না থাকলেও সম্মানের ভয়ে কোথা থেকে ত্রাণ নিতেও পারেন না। অনাহারে অর্ধহারে চলছে শিক্ষক কর্মচারীদের জীবন। ধারদেনায় জর্জরিত তাই সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রণোদনার ব্যবস্থার দাবি জানান তারা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সভাপতি বলেন,ঘরভাড়ার জন্য বাড়ির মালিকরা চাপ দিচ্ছে। চেয়ার টবিল বেঞ্চে উইপোকা ধরেছে। আর অভাব অনটন গ্রাস করছে গোটা শিক্ষক কর্মচারীদের পরিবার গুলোকে। আবার কবে যে বিদ্যালয় গুলো শিক্ষার্থীদের পাদভারে মুখর হবে সেই অপেক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীরা।